জাতীয় স্বেচ্ছায় রক্তদান ও মরণোত্তর চক্ষুদান দিবস

২ নভেম্বর ২০১০

আমার রক্তে বাঁচুক জীবন, হেসে উঠুক লক্ষ প্রাণ

দৃষ্টি আমার অমর থাকুক, মরণে যা করবো দান

স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যুরো, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

সন্ধানী কেন্দ্রীয় পরিষদ

সন্ধানী জাতীয় চক্ষুদান সমিতি

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা

১৮ কার্তিক ১৪১৭
০২ নভেম্বর ২০১০

বাণী

সন্ধানী কেন্দ্রীয় পরিষদ ও সন্ধানী জাতীয় চক্ষুদান সমিতির আয়োজনে 'জাতীয় স্বেচ্ছায় রক্তদান ও মরণোত্তর চক্ষুদান দিবস ২০১০' পালনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

বাংলাদেশে স্বেচ্ছায় রক্তদান ও মরণোত্তর চক্ষুদান আন্দোলনে সন্ধানী অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। এ জন্য সন্ধানী তার কর্মকান্ডের জন্য দেশে-বিদেশে সমভাবে পরিচিত। স্বেচ্ছায় রক্তদান ও মরণোত্তর চক্ষুদান কর্মসূচিকে সামাজিক আন্দোলনে পরিণত করতে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের অংশগ্রহণ জরুরী। সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এ দেশে রক্তের দুস্প্রাপ্যতা মোচন ও কর্ণিয়াজনিত অন্ধত্ব নিবারণ করা সম্ভব বলে আমার বিশ্বাস। স্বেচ্ছায় রক্তদান ও মরণোত্তর চক্ষুদানে এগিয়ে আসার জন্য আমি সবাইকে আহ্বান জানাই।

আমি 'জাতীয় স্বেচ্ছায় রক্তদান ও মরণোত্তর চক্ষুদান দিবস ২০১০' এর সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ জিল্লুর রহমান

মন্ত্রী
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

মানবতার সেবায় নিয়োজিত স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন 'সন্ধানী'র উদ্যোগে বিগত বছরগুলোর ন্যায় এবারও ২ নভেম্বর 'জাতীয় স্বেচ্ছায় রক্তদান ও মরণোত্তর চক্ষুদান দিবস ২০১০' পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

১৯৭৭ সালের ৫ ফেব্রুয়ারী জন্ম হয়েছিল 'সন্ধানী'র। ১৯৭৮ সালের ২ নভেম্বর ঢাকা মেডিকেল কলেজের কিছু নিবেদিত সন্ধানী কর্মীদের উদ্যোগে এদেশের প্রথম স্বেচ্ছায় রক্তদান অনুষ্ঠান আয়োজন করে। তারই ধারাবাহিকতায় সেবার মাধ্যমে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে সন্ধানী এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। সন্ধানীর পাশাপাশি আরও অনেক সংগঠন স্বেচ্ছায় রক্তদানে এগিয়ে এসেছে। এদের মধ্যে কোয়ান্টাম, বাঁধন, লায়ন্স ক্লাব, রোটারী ক্লাব, রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি অন্যতম। সন্ধানী কর্মস্পৃহাকে আরও বেগবান এবং বাংলাদেশে স্বেচ্ছায় রক্তদান ও মরণোত্তর চক্ষুদান আন্দোলনকে আর জনপ্রিয় করার জন্য গত দুই দশক ধরে ২রা নভেম্বর "জাতীয় স্বেচ্ছায় রক্তদান ও মরণোত্তর চক্ষুদান দিবস ২০১০" হিসেবে পালিত হয়ে আসছে।

"জাতীয় স্বেচ্ছায় রক্তদান ও মরণোত্তর চক্ষুদান দিবস ২০১০" স্বার্থক হোক, সন্ধানীর কর্মকান্ড আরও প্রসারিত হোক এবং গড়ে উঠুক একটি সুস্থ, সুখী ও সমৃদ্ধ সমাজ এই কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

ডা. আ. ফ. ম. রুহুল হক

সচিব
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

স্বেচ্ছায় রক্তদান ও মরণোত্তর চক্ষুদান মানবিকতার উৎকর্ষতম বহিঃপ্রকাশ। মানুষের এ মহৎ প্রয়াসকে সামাজিক আন্দোলনে পরিণত করতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে সন্ধানী ও সন্ধানী জাতীয় চক্ষুদান সমিতি। সর্বস্তরের মানুষের সমর্থন, সহযোগিতা ও অংশগ্রহণের মাধ্যমে আজ তা যথেষ্ট ব্যাপকতা লাভ করেছে। এতে উপকৃত হচ্ছে সব শ্রেণী ও বয়সের জনগোষ্ঠী।

২ নভেম্বর ২০১০ "স্বেচ্ছায় রক্তদান ও মরণোত্তর চক্ষুদান দিবস" উপলক্ষে আমি সন্ধানীর সদস্য, শুভানুধ্যায়ীদের শুভেচ্ছা জানাই। সকলের ঐকান্তিক প্রয়াসে স্বেচ্ছায় রক্তদান ও মরণোত্তর চক্ষুদান আন্দোলন আরও বেগবান হবে এই প্রত্যাশা করছি।

মুহম্মদ হুমায়ুন কবির

সভাপতি
সন্ধানী কেন্দ্রীয় পরিষদ

বাণী

আজ থেকে কয়েক বছর আগেও মানুষ তার প্রিয়জনের প্রয়োজনে রক্তদানে এগিয়ে আসতেন না। কিন্তু বর্তমান চিত্র ভিন্নরূপ। সন্ধানীর আন্তরিক প্রচেষ্টায় মানুষের রক্তদান ভীতি দূর হয়েছে। প্রিয়জন, এমনকি অসহায় মানুষের প্রয়োজনে রক্তদান করছেন। যদিও এ সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় কম। তথাপি আমি আশাবাদী, সন্ধানীর প্রচেষ্টায় একদিন রোগী প্রয়োজনীয় রক্ত তার আপনজনের কাছ থেকেই পাবেন। স্বেচ্ছায় রক্তদান ও মরণোত্তর চক্ষুদানে উদ্বুদ্ধকরণে সন্ধানী কর্মীবৃন্দ যে নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছেন তা সত্যিই প্রশংসার দাবী রাখে। সন্ধানীর সকল কর্মীবৃন্দকে জানাই আমার শুভেচ্ছা ও আন্তরিক ধন্যবাদ।

ভ্রাতৃত্ব ও সম্প্রীতি দৃঢ় হোক রক্তের বন্ধনে

তারেক ইমাম

সাধারণ সম্পাদক
সন্ধানী কেন্দ্রীয় পরিষদ

বাণী

"আমার রক্তে বাঁচুক জীবন, হেসে উঠুক লক্ষ্য প্রাণ
দৃষ্টি আমার অমর থাকুক, মরনে যা করবো দান।"

আলোচ্য শ্লোগান ধারন করে সন্ধানী প্রতিবারের মতো এবারও পালন করতে যাচ্ছে "জাতীয় স্বেচ্ছায় রক্তদান ও মরনোত্তর চক্ষুদান দিবস"

আর্তের সেবা; অন্ধ চোখে আলোর প্রভা আর অসহায় মুমূর্ষের পাশে দাঁড়ানোর মূলমন্ত্রে দীক্ষিত 'সন্ধানী'। এমন একটা দিন ছিল যখন মানুষ স্বেচ্ছায় তো দূরের কথা প্রয়োজনীয় মুহূর্তেও রক্তদান করার সাহস পেতনা; কল্পনা করতে পারতনা একজন মানুষ মরে গিয়ে ও আলোকিত করতে পারে একজন দৃষ্টিহীনকে। সেই প্রতিবন্ধকতা আর কল্পনাকে বাস্তবে রূপ দান করে সন্ধানী সে মহৎ কর্ম করে যাচ্ছে তা সত্যিই মানবসেবার অনন্য দৃষ্টান্ত। এবারের জাতীয় স্বেচ্ছায় রক্তদান ও মরনোত্তর চক্ষুদান দিবসটিকে সফল করার মাধ্যমে আপনিও এই মহৎকর্মের সঙ্গী হোন।

এবারের দিবসটি সফল করতে যারা শত ব্যস্ততা ও বাঁধা উপেক্ষ করে সহযোগিতা প্রদান করে যাচ্ছেন তাদের সকলকে আন্তরিক অভিবাদন ও কৃতজ্ঞতা। আমি আজকের এ দিবসের সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করছি।

রাকিবুল হাসান

বাংলাদেশে স্বেচ্ছায় রক্তদান ও মরণোত্তর চক্ষুদান আন্দোলন এবং সন্ধানী

বেশ কবছর আগের কথা, বাংলাদেশ টেলিভিশনে একটি ২ মিনিটের জনসচেতনতা মূলক বিজ্ঞাপন প্রচার করা হত। যেখানে একটি মেয়ে তার ছোট ভাইকে কোলে নিয়ে এক ব্যাগ রক্তের জন্যে হন্যে হয়ে কাঁদছে আর চিকিৎসকের পেছন পেছন দৌড়ে বলছে "আমরারে রক্ত কে দিব?" এই আর্তি দেশের প্রতিটি প্রান্ত হতে আজও কানে ভেসে আসে সমান ব্যাকুলতায়। এর উত্তর দিতেই যেন গতি পায় স্বেচ্ছায় রক্তদান আন্দোলন। সন্ধানীর হাত ধরে যা আজ ছড়িয়ে পড়েছে দিকে দিকে। সন্ধানী আর স্বেচ্ছায় রক্তদান আন্দোলন হয়ে পড়ে প্রায় সমার্থক। অনেকে তাই মনে করে সন্ধানী নামক মহীরুহ আজ যে ভাবে বাংলাদেশের গন্ডি ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে পরিচিতি পেয়েছে তার শুরু বোধ হয় স্বেচ্ছায় রক্তদান আর মরণোত্তর চক্ষুদান আন্দোলনের মাধ্যমে।

সন্ধানী মেডিকেল ও ডেন্টাল ছাত্র-ছাত্রীদের দ্বারা পরিচালিত একটি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান। ৫ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৭ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে বর্তমান পর্যন্ত সুদীর্ঘ সময় আদর্শগত কোন রকম বিচ্যুতি ছাড়াই সততা, নিরবিচ্ছিন্নতা ও মূল লক্ষ্যের প্রতি একাগ্রতা বজায় রেখেছে সংগঠনটি। আপাত দৃষ্টিতে খুব ছোট একটি প্রয়োজনকে সামনে রেখে গঠিত হয়েছিল সন্ধানী। আজ কালের আবর্তনে সন্ধানী নামক সেই ছোট চারা গাছটি বিরাট মহীরুহে পরিণত হয়েছে। তৎকালীন সময়ে রক্তের অপ্রতুলতা, রক্ত সংগ্রহে অব্যবস্থাপনা ও অমানবিক রক্ত কেনা বেচা এবং সুস্থ মানুষকে স্বেচ্ছায় রক্তদানের ব্যাপারে উৎসাহিত করার জন্য সরকারী-বেসরকারী কোন কর্মসূচী ছিলনা। এই উপলব্ধি থেকেই সন্ধানী বাংলাদেশের দু'টি প্রধান স্বাস্থ্য সমস্যা যথাক্রমে স্বেচ্ছায় রক্তদান ও মরণোত্তর চক্ষুদানের কর্মসূচী গ্রহণ করে। এই দু'টি আন্দোলনকে দেশব্যাপী ছড়িয়ে দেয়ার রূপকার, সূচনাকারী এবং এখন পর্যন্ত প্রধান কর্ণধার সন্ধানীই। সারা বিশ্বেই জাতীয় পর্যায়ের সমাজ সেবামূলক আন্দোলনে ছাত্র সমাজের এধরণের সক্রিয় ও গঠনমূলক ভূমিকা বিরল। তাই দেশ-বিদেশে সন্ধানীর সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে। রক্ত সংগ্রহ করে মৃত্যু পথযাত্রীকে মৃত্যুর হাত থেকে ফিরিয়ে আনার অভিলাষে আজ অসংখ্য সন্ধানী কর্মী কাজ করে যাচ্ছে নিরলসভাবে। ১৯৭৮ সালের ২রা নভেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে সন্ধানী স্বেচ্ছায় রক্তদানের সূচনা করে দেশব্যাপী স্বেচ্ছায় রক্তদানকে জনগণের মাঝে পরিচিত করে তুলেছে। পাশাপাশি সন্ধানী মরণোত্তর চক্ষুদানের জন্য ১৯৭৮ সালের শেষদিকে কার্যক্রম শুরু করে।

পরবর্তীকালে ১৯৯৪ সালের ২রা নভেম্বর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তৎকালীন সরকার প্রধান সন্ধানীর এক অনুষ্ঠানে প্রতিবছর **'২ নভেম্বর'** দিবসটিকে **"জাতীয় স্বেচ্ছায় রক্তদান ও মরণোত্তর চক্ষুদান দিবস"** হিসেবে রাষ্ট্রীয়ভাবে পালনের ঘোষণা দেন। পরবর্তী বছর গুলোতে যথাযথভাবে জাতীয় পর্যায়ে এই দিবসটি পালিত হত। কিন্তু দু:খজনক হলেও সত্য যে ২০০২ সাল হতে এই দিবসে সরকারীভাবে কোন কর্মসূচী পালিত হয় না। শুধুমাত্র সন্ধানীর মধ্যেই এই দিবসটি সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে। এবছর আবার সরকারীভাবে দিবসটি পালিত হতে যাচ্ছে।

একবিংশ শতাব্দীতে রক্ত সংগ্রহের কথাটা যতটা সহজ মনে হচ্ছে ১৯৭৭ সালে তা ততটাই কঠিন ছিল বাংলাদেশের মত একটি দেশের জন্য। তখন আমরা রক্তের অভাবে নিজের মায়ের মৃত্যুতে রাজি ছিলাম তবে রক্তদানে নয়। কিন্তু এখন আর সে অবস্থায় নেই।

১৯৭৭ সাল থেকে শুরু হওয়া আমাদের ক্রমবর্ধমান রক্ত সংগ্রহ বাংলাদেশে রক্তদান আন্দোলনকে আরও বেগবান করেছে। হয়ত প্রশ্ন জাগতে পারে বিগত বছর গুলোতে আমাদের সংগ্রহ কমে আসছে কেন? আসলে আমাদের সংগ্রহ কমেছে ঠিকই তবে স্বেচ্ছায় রক্তদাতার সংখ্যা কিন্তু দিন দিন বাড়ছে। ২০০০ সালে যেখানে মাত্র ২৬ শতাংশ লোক স্বেচ্ছায় রক্তদান করত এখন তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪৮ শতাংশে। এসবই আমাদের সাফল্য গাঁথা। এ কারণে সন্ধানী দেশে-বিদেশে একাধিকবার পুরস্কৃত হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য হলো আসাফ-উদ-দৌলা স্মৃতি পদক (১৯৮৮), রিয়ার এডমিরাল মাহবুব আলী খান স্বর্ণ পদক (১৯৯১), কমনওয়েলথ ইয়ুথ সার্ভিস এওয়ার্ড (১৯৯৫), যুক্তরাজ্য সরকারের ওভারসিস ডেভেলপমেন্ট এজেন্সীস এওয়ার্ড (১৯৯৫) এবং স্বাধীনতা পুরস্কার (২০০৪)।

স্বেচ্ছায় রক্তদান আন্দোলনে এখন শুধু সন্ধানীই নয় আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছে রেডক্রিসেন্ট, কোয়ান্টাম, বাঁধন সহ আরও অনেক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। এই সুযোগে স্বেচ্ছায় রক্তদানের সাথে যুক্ত সকল সংগঠনকে আমরা সন্ধানী তথা দেশবাসীর পক্ষ থেকে জানাই সাধুবাদ ও আন্তরিক অভিনন্দন।

১৯৮১-৮২ সালে জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠান ও হেলেন কেলার ইন্টারন্যাশনাল যৌথভাবে বাংলাদেশে অপুষ্টিজনিত শিশু অন্ধত্বের উপর এক জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা করে। জরিপে শিশু অন্ধত্বের উপর এক হতাশাজনক চিত্র ধরা পড়ে। সে সময় এদেশে প্রতিবছর ৩০-৪০ হাজার অনুর্ধ্ব ৬ বছর বয়সী শিশু ভিটামিন-এ ঘাটতিজনিত অন্ধত্বের শিকার হচ্ছিল। এসব শিশুদের শতকরা ৮০ ভাগ ছিল ভূমিহীন পরিবারের সন্তান।

রক্তদানের ক্ষেত্রে আমাদের এই সাফল্যের গ্রাফ যেখানে উর্ধ্বমূখী তখনই কর্ণিয়া জনিত অন্ধত্ব আমাদের জন্য একটি বড় হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। এই অন্ধত্বের অভিশাপ থেকে মুক্তির একটাই উপায় কর্ণিয়া প্রতিস্থাপন যা কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত করা এখনো সম্ভবপর হয় নাই। কর্ণিয়া ব্যতিত এই অন্ধ মানুষ জন অন্ধত্বের অভিশাপ থেকে মুক্তি তো পাবেই না বরং হয়ে উঠবে এক বড় বোঝা, যা আমাদের মত দেশের পক্ষে বহন করা অনেক কষ্ট সাধ্য একটা ব্যাপার। এসব ভাবনা থেকেই ১৯৮৪ সালের ২৫ নভেম্বর সন্ধানীর সহযোগী সংগঠন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে 'সন্ধানী জাতীয় চক্ষুদান সমিতি'। সমাজের বিভিন্ন পেশার সচেতন পেশাজীবীসহ সন্ধানীর সাবেক কর্মীদের নিয়ে এই সমিতির যাত্রা শুরু হয়। বিশ্বব্যাপী মরণোত্তর চক্ষুদান আন্দোলনের সফল পুরোধা শ্রীলংকার ডাঃ হাডসন ডি. সিলভা এ চক্ষুব্যাংক উদ্বোধন করে। তখন থেকেই সন্ধানী জাতীয় চক্ষুদান সমিতি কর্ণিয়া সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ, সংরক্ষণ ও বিতরণ কাজে নিয়োজিত একমাত্র সংগঠন। প্রথম থেকেই অন্ধদের কল্যাণে একটি সন্ধানী কেন্দ্রীয় ব্লাড ব্যাংক ও কর্ণিয়া হাসপাতাল নির্মাণের স্বপ্ন লালন করে আসছে।

প্রতিষ্ঠার পর থেকে মরণোত্তর চক্ষুদানে অঙ্গীকারাবদ্ধ মৃত ব্যক্তি ও বেওয়ারিশ মৃতদেহ থেকে কর্ণিয়া সংগ্রহ করে আসছে। সংগৃহীত কর্ণিয়া সরকারী-বেসরকারী হাসপাতালে রোগীর চোখে প্রতিস্থাপন করে আসছিল। এপর্যন্ত বাংলাদেশে প্রতিস্থাপিত সকল কর্ণিয়াই সন্ধানী জাতীয় চক্ষুদান সমিতির মাধ্যমেই সংগৃহীত। সন্ধানীর নিজস্ব হাসপাতাল না থাকায় কর্ণিয়া প্রতিস্থাপন প্রক্রিয়ায় নানা ধরণের সংকট দেখা দেয়। এসব দিক বিবেচনা করে সন্ধানী জাতীয় চক্ষুদান সমিতি নিজস্ব হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা চালিয়ে যায়।

প্রাথমিক পর্যায়ে পর্যাপ্ত প্রযুক্তি ও দক্ষ জনবলের অভাব আমাদের যাত্রাপথে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু অদম্য ইচ্ছাশক্তির কাছে সব বাধা-ই তুচ্ছ হয়ে যায়। এই স্বপ্ন বাস্তবায়নে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের **মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা** তাঁর গত শাসনামলে নীলক্ষেত মৌজার অধীনে ০.০৫ একর (৫ শতাংশ) জমি নামমাত্র মূল্যে সন্ধানীর নামে বরাদ্দ দেন। পরবর্তী সময়ের সরকারও সন্ধানীর এই কার্যক্রমে ইতিবাচক মনোভাব দেখিয়েছে। এজন্য আমরা কৃতজ্ঞ।

অবকাঠামোগত কিছু দূর্বলতার কারণে আমরা নিজস্ব জমিতে এখনো হাসপাতাল স্থাপন করতে না পারলেও সন্ধানীর গর্ব গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের **মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী ডাঃ দীপুমনি** বিগত ১৭ আগষ্ট '০৯ হাতিরপুলে আনুষ্ঠানিক ভাবে সন্ধানী চক্ষু হাসপাতালের উদ্বোধন করেন। উক্ত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের **মাননীয় মন্ত্রী অধ্যাপক ডাঃ আ ফ ম রুহুল হক,** এম.পি. ও স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের **প্রতিমন্ত্রী ক্যাপ্টেন (অবঃ) ডাঃ মজিবুর রহমান ফকির** এম.পি.। বর্তমানে আমরা আমাদের সীমিত সামর্থ্য দিয়ে স্বল্প খরচে চোখের যাবতীয় চিকিৎসা দিচ্ছি এই হাসপাতাল থেকে।

সন্ধানী জাতীয় চক্ষুদান সমিতি ও সন্ধানী আন্তর্জাতিক চক্ষুব্যাংক প্রতিষ্ঠা লাভের পর অদ্যবধি ৩৫,৫৭৯ জন মরণোত্তর চক্ষুদানের অংগীকারাবদ্ধ দাতা এবং ৩,৫৫৫ টি কর্ণিয়া সংগ্রহের মাধ্যমে ৩,১৩১ জন অন্ধের চোখে কর্ণিয়া সংযোজন করে তাদের দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে।

এমনই নানা সংগ্রাম, চড়াই উৎরাই সাফল্য ব্যর্থতা বাধা বিপত্তি পেরিয়ে সন্ধানী আন্তর্জাতিক চক্ষুব্যাংক, বাংলাদেশ সকলের সহযোগিতায় এ বছর অর্জন করে International Federation of Eye and Tissue Bank (IFETB)-র স্থায়ী সদস্যপদ এবং আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি। এই অর্জন নিঃসন্দেহে আমাদের এগিয়ে যাওয়ার উৎসাহকে এক নতুন মাত্রা এনে দেবে।

এখানে উল্লেখ্য যে, **'নিরাপদ রক্ত পরিসঞ্চালন বিধিমালা ২০০৮'** প্রণীত হওয়ার ফলে বেসরকারী রক্ত পরিসঞ্চালন কেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনার পূর্বশর্ত ও পদ্ধতি অনুসরণ করে রক্ত সংগ্রহের ক্ষেত্রে সন্ধানী কিছুটা প্রতিবন্ধকতার সন্মুখীন হয়েছে। স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচীকে এগিয়ে নিতে উপরোক্ত বিধিমালা সংশোধন করা বিশেষ প্রয়োজন। এছাড়া **'মানবদেহে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংযোজন আইন ১৯৯৯'** সংশোধন

ধারা ৪ ঃ মৃত ব্যক্তির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিযুক্তকরণ ঃ এর উপধারা ৪ (গ) অনুযায়ী মৃত্যুর ২৪ ঘন্টার মধ্যে যদি কেহ মৃতদেহ দাবী না করেন তাহলে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংগ্রহের বিধান রয়েছে। অথচ চক্ষু বিশেষজ্ঞদের মতে মৃত্যুর ৬ ঘন্টার মধ্যে অবশ্যই চোখ সংগ্রহ করতে হবে। তা না হলে সংগৃহীত কর্ণিয়ার কার্যকারিতা থাকবে না।

১৯৭৫ সালের The Blind Relief (Donation of Eye) Ordinance এর ৬(২) ধারা অনুযায়ী মৃত্যুর অর্ধঘন্টার পর চোখ সংগ্রহের বিধান ছিল। ১৯৯৯ সালের প্রণীত আইনটির ৪(গ) ধারাটি পরিবর্তন হলে কর্ণিয়াজনিত অন্ধত্বমোচনে সন্ধানী আরও একধাপ এগিয়ে যাবে।

স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন হিসেবে সন্ধানী বিগত সকল গণতান্ত্রিক সরকারের পক্ষ থেকে সব ধরণের সাহায্য সহযোগিতা পেয়ে আসছে। এজন্য আমরা সবসময় কৃতজ্ঞ।

আজ দীর্ঘ তিন দশকের বেশী সময় ধরে সন্ধানী রক্তদানকে একটি আন্দোলনের পর্যায়ে নিয়ে এসেছে। অসংখ্য দৃষ্টিহীনকে দৃষ্টি ফিরিয়ে দিয়েছে। কিন্তু এখনো আমরা আমাদের লক্ষ্য থেকে অনেক দূরে। আমরা গর্ব করে ঠিকই বলি আমাদের স্বেচ্ছায় রক্তদাতা দিন দিন বাড়ছে কিন্তু এই সত্যও আমরা অস্বীকার করতে পারব না যে আজও দেশের মোট রক্তের চাহিদার প্রায় ৪০ শতাংশ পূরণ করে পেশাজীবী রক্তদাতারা। সন্ধানী এই অগ্রযাত্রায় দেশের সকল শ্রেণীর পেশা বর্ণের মানুষের আছে ঐকান্তিক সমর্থন। বিশেষ করে চিকিৎসক শ্রেণীর রয়েছে বড় অবদান। সন্ধানী আরো এগিয়ে যাবে মানুষের ভালবাসায়।

আজও প্রায় ১৪ লক্ষ লোক অন্ধত্বের অভিশাপ নিয়ে বয়ে বেড়ায়। আমরা তখনই তৃপ্তির নিঃস্বাস ফেলতে পারব যখন রক্তস্নাত এই দেশে রক্তের অভাবে কারো অকাল মৃত্যু হবে না। অন্ধত্বের অভিশাপে কেউ এই সুন্দর পৃথিবীর সৌন্দর্য্য উপভোগ করা থেকে বিরত থাকবে না। অন্য সবার মতই আমরাও সেই সোনালী দিনটির অপেক্ষায় থাকলাম।

www.dharad.com

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৮ কার্তিক ১৪১৭
০২ নভেম্বর ২০১০

বাণী

সন্ধানী কেন্দ্রীয় পরিষদ ও সন্ধানী জাতীয় চক্ষুদান সমিতি এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের যৌথ উদ্যোগে 'জাতীয় স্বেচ্ছায় রক্তদান ও মরণোত্তর চক্ষুদান দিবস-২০১০' পালিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

স্বেচ্ছায় রক্তদানের ফলে যেমন অসুস্থ্য মানুষ নতুন জীবন লাভ করে, তেমনি দেশের অসংখ্য মানুষের চিকিৎসাজনিত রক্তের চাহিদা পূরণ হয়। অপরদিকে, দেশের জনসংখ্যার এক বিরাট অংশ কর্ণিয়াজনিত অন্ধত্বের শিকার। মরণোত্তর চক্ষুদানের মাধ্যমে কর্ণিয়াজনিত অন্ধত্ব নিবারণ করে অসংখ্য দৃষ্টিহীনকে দৃষ্টি ফিরিয়ে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে।

অন্ধত্ব সমস্যা সমাধানের জন্য সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান 'অন্ধত্ব মোচন অর্ডিন্যান্স ১৯৭৫' প্রণয়ন করেছিলেন। বিগত আওয়ামী লীগ সরকার সন্ধানীর কর্মকান্ডকে আরও বেগবান করার জন্য সন্ধানী ভবনের জন্য ৫ শতাংশ জমি নামমাত্র মূল্যে বরাদ্দ দিয়েছিল। বর্তমান সরকার স্বাস্থ্যসেবাকে জনগণের দোরগোড়ায় পৌছে দিতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

আমি আশা করি স্বেচ্ছায় রক্তদান ও মরণোত্তর চক্ষুদানের মত মহৎ জনহিতকর কাজে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, সুশীলসমাজসহ সংশ্লিষ্ট সকলে এগিয়ে আসবেন।

আমি 'জাতীয় স্বেচ্ছায় রক্তদান ও মরণোত্তর চক্ষুদান দিবস ২০১০' উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

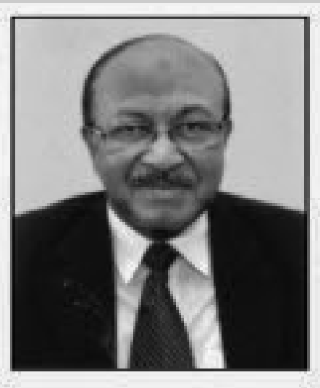

উপদেষ্টা
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ
এবং
সমাজকল্যাণ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

দেশের স্বাস্থ্য সেবা উন্নয়নে সরকারের প্রচেষ্টার পাশাপাশি বেশ কিছু সংগঠন স্বাস্থ্য উন্নয়নের কাজ করছে। সন্ধানী তাদের অন্যতম। রক্তের জন্য সন্ধানীর কার্যক্রম সরকার ও জনগণের দৃষ্টি আকর্ষন করেছে। মরণোত্তর চক্ষুদান আন্দোলনে তাদের কার্যক্রম আরো বেশী উৎসাহব্যঞ্জক। আমি জেনে খুশী হয়েছি সন্ধানী বিগত কয়েক দশকে কয়েক হাজার লোকের জীবন ফিরিয়ে দিতে সমর্থ হয়েছে। বাংলাদেশে স্বেচ্ছায় রক্তদান ও মরণোত্তর চক্ষুদান আন্দোলনের পথিকৃত সন্ধানী। ২রা নভেম্বর প্রথম রক্তদান দিবস। বিগত দুই দশক ধরে দিবসটি "জাতীয় স্বেচ্ছায় রক্তদান ও মরণোত্তর চক্ষুদান দিবস" হিসেবে পালিত হয়ে আসছে।

নিরাপদ রক্ত বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় এক বড় সমস্যা। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা সন্ধানীকে একখন্ড জমি দান করায় এ সমস্যার এক বিরাট অংশ দূর করা সম্ভব হবে আমি বিশ্বাস করি। আমি "জাতীয় স্বেচ্ছায় রক্তদান ও মরণোত্তর চক্ষুদান দিবস" ২০১০ এর সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

অধ্যাপক ডা. সৈয়দ মোদাচ্ছের আলী

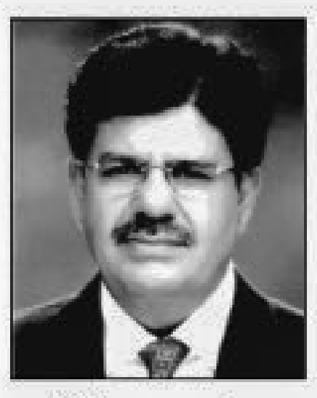

সভাপতি
সন্ধানী জাতীয় চক্ষুদান সমিতি

বাণী

জাতীয় স্বেচ্ছায় রক্তদান ও মরণোত্তর চক্ষুদান দিবস ২০১০ যথাযথভাবে পালন করতে পেরে আমি আনন্দিত।

সন্ধানী- একটি আর্তমানবতার কল্যাণের নাম সন্ধানী। আজ দেশের সীমানা ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক মন্ডলে সুপরিচিত একটি নাম। চিকিৎসা বিজ্ঞানের অধ্যয়নের পাশাপাশি সেবামূলক মনোভাবাসম্পন্ন একদল তরুন উদ্যোগী সন্ধানী কর্মীদের নিঃস্বার্থ ত্যাগের কারণে অনেক মূমূর্ষ রোগী ফিরে পেয়েছে নতুন প্রাণ, দৃষ্টিহীনের অন্ধকার জীবনে এসেছে সৌরদীপ্তময় আলোকচ্ছটা।

এ দেশের প্রায় চৌদ্দ লক্ষাধিক মানুষ কর্ণিয়াজনিত অন্ধত্বের শিকার। দৃষ্টি প্রত্যাশিত অসহায় মানুষের দৃষ্টি ফিরিয়ে দেবার নিমিত্তে সন্ধানী জাতীয় চক্ষুদান সমিতি। মরণোত্তর চক্ষুদান আন্দোলনকে দেশবাসীর মাঝে পরিচিত করে তুলেছে। মরণোত্তর চক্ষুদান আমাদের দেশে অনেকেরই কাছে এখনো জীতিকর একটি কাজ। এ দূরূহ ব্যাপারটি জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে মরণোত্তর চক্ষুদানকে উৎসাহিত করে কর্ণিয়া সংগ্রহের মাধ্যমে এ দৃষ্টিহীনদের দৃষ্টি ফিরিয়ে দেবার দৃঢ় অঙ্গীকার নিয়ে সন্ধানীর নিবেদিত কর্মীরা অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছে।

সামগ্রিক প্রেক্ষাপটে আমাদের অর্জন ঈর্ষণীয় নয়। "জাতীয় স্বেচ্ছায় রক্তদান ও মরণোত্তর চক্ষুদান দিবস ২০১০" নিঃসন্দেহে নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে এবং আমাদের কর্মকান্ডকে করেছে অনেক বেশী বেগবান।

"জাতীয় স্বেচ্ছায় রক্তদান ও মরণোত্তর চক্ষুদান দিবস ২০১০" যাদের সহযোগিতায় সফল হতে যাচ্ছে তাঁদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

অধ্যাপক ডাঃ কামরুল হাসান খান

মহাসচিব
সন্ধানী জাতীয় চক্ষুদান সমিতি

বাণী

জাতীয় স্বেচ্ছায় রক্তদান ও মরণোত্তর চক্ষুদান দিবস ২০১০ যথাযথভাবে পালন করতে পেরে আমি আনন্দিত।

সন্ধানী বাংলাদেশে স্বেচ্ছায় রক্তদান ও মরণোত্তর চক্ষুদানের পথিকৃত। ৫ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৭ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে আজ পর্যন্ত সুদীর্ঘ সময় আদর্শগত বিচ্যুতি ছাড়াই সততা ও মূল লক্ষ্যের প্রতি একাগ্রতা বজায় রেখেছে সন্ধানী। অসহায় ও দরিদ্র মানুষের মাঝে কাজ করে চলেছে সন্ধানীর কর্মীবৃন্দ। স্বেচ্ছায় রক্তদানের মাধ্যমে নিরাপদ রক্ত পরিসঞ্চালন নিশ্চিত করা এবং কর্ণিয়াজনিত অন্ধত্বের অভিশাপ থেকে দেশবাসীকে মুক্ত করাই সন্ধানীর মূল লক্ষ্য। সময়ের আবর্তে কর্মপরিধি বেড়েছে সন্ধানীর। স্বেচ্ছায় রক্তদান ও মরণোত্তর চক্ষুদানের পাশাপাশি সন্ধানী মেডিকেল ক্যাম্প, গরীব রোগীদের মাঝে বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ ও বন্যার্তদের মাঝে ত্রাণ বিতরণসহ সমাজ সেবামূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে নিঃস্বার্থ সেবা প্রদান করে চলেছে। এ কারণে সন্ধানী দেশে-বিদেশে সমভাবে পুরস্কৃত হয়েছে।

যাদের কর্মতৎপরতা ও আন্তরিক সহযোগিতায় 'জাতীয় স্বেচ্ছায় রক্তদান ও মরণোত্তর চক্ষুদান দিবস ২০১০' সফলভাবে সম্পন্ন হতে যাচ্ছে তাদের সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

আমি "জাতীয় স্বেচ্ছায় রক্তদান ও মরণোত্তর চক্ষুদান দিবস" উদ্‌যাপনের সকল কর্মসূচীর সাফল্য কামনা করি।

ডাঃ মোঃ হাবিবে মিল্লাত

যে প্রশ্ন সবাই করে থাকেন

কর্ণিয়া ট্রান্সপ্লান্ট কি?
আমাদের চোখের সাদা অংশের মাঝখানে গোলকার কালো অংশের ওপরকার স্বচ্ছ পাতলা পর্দাটির নাম কর্ণিয়া অস্বচ্ছতা বা অন্য কোনভাবে ক্ষতিগ্রস্থ কর্ণিয়ার স্থলে মৃতদেহ থেকে সদ্য সংগৃহীত স্বচ্ছ কর্ণিয়া প্রতিস্থাপন করে দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেয়া সম্ভব। প্রায় ৯০% ক্ষেত্রেই এ ধরণের অস্ত্রোপচার সফল হয়।

যিনি চশমা ব্যবহার করেন তিনিও কি চোখ দান করতে পারেন?
হ্যাঁ, যে কেউই চোখ দান করতে পারেন। তিনি কি বয়সে ছোট কি বড়, চশমা ব্যবহার করেন কি করেন না কিংবা তাঁর চোখ ভালো কি মন্দ এসব কোন ব্যাপার নয়। যদি কর্ণিয়া স্বচ্ছ থাকে, তবে তা দৃষ্টি শক্তি ফিরিয়ে দেবার কাজে লাগবে; নয়তো গবেষণা, চিকিৎসা শিক্ষা বা এসক্লেরাল (কর্ণিয়ার বাইরে সাদা অংশ) ট্রান্সপ্লান্ট-এর কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে।

কর্ণিয়া-ট্রান্সপ্লান্টের মাধ্যমে কি সব ধরণের অন্ধত্বই নিবারণ করা সম্ভব?
না, কেবল মাত্র অস্বচ্ছতা বা অন্য কোন কারণে কর্ণিয়া ক্ষতিগ্রস্থ হলে যে অন্ধত্ব সৃষ্টি হয়, এ পদ্ধতিতে তাই-ই নিবারণ করা যায়।

পুরো চোখই কি ট্রান্সপ্লান্ট করা হয়?
না, শুধু মাত্র কর্ণিয়া। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে এসক্লেরা ও ভিট্রিয়াসও ব্যবহার করা হয়।

মৃত্যুর পর কতক্ষণের মধ্যে চোখ অপসারণ করা উচিত?
যত তাড়াতাড়ি (৪-৬ ঘন্টার মধ্যে) হয়, ততই ভালো।

চোখ অপসারণের পর কি কোনরূপ বিকৃতি ঘটে না?
না, চোখ তোলার পর তুলোর বল বানিয়ে চোখের কোঠারে ঢুকিয়ে দেয়া হয়। এবং এরপর সুক্ষকালো সুতো দিয়ে চোখের দুই পাতা সেলাই করে দেয়া হয়। মনে হয় মৃত ব্যক্তি পরম শান্তিতে চির নিদ্রায় শায়িত।

চোখদানের ব্যাপারে কি কোন ধর্মীয় বিধান রয়েছে?
কখনোই না। কেন না, প্রত্যেক ধর্মেই মানব সেবার জন্যে নিজেকে বিলিয়ে দেবার অনুপ্রেরণা দেয়া হয়েছে।
মিসরের আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদী আরবের ফিকাহ্ কমিটি এবং বাংলাদেশের বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদগণ এব্যাপারে সুস্পষ্ট ইতিবাচক অভিমত ব্যক্ত করেছেন। এছাড়াও হিন্দু, বৌদ্ধ ও খৃষ্টান ধর্মেও মরণোত্তর চক্ষুদানকে উৎসাহিত করা হয়েছে।

আইব্যাংক কি অর্থের বিনিময়ে চোখ সরবরাহ করে?
না, এটি অলাভজনক সেবা প্রতিষ্ঠান। স্বচ্ছল রোগীদের কাছ থেকে আই ব্যাংক শুধু চিকিৎসা ব্যয় এবং ক্ষেত্র বিশেষে স্বেচ্ছামূলক দান গ্রহণ করতে পারে।

আমি কিভাবে মরণোত্তর চোখদানের অঙ্গীকার করতে পারি?
খুব সহজেই। মরণোত্তর চোখদানের জন্য নির্দিষ্ট অঙ্গীকারপত্র পূরণ করে। অঙ্গীকারপত্রের জন্য সন্ধানী আই ডোনেশন সোসাইটি ও সকল মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজে সন্ধানীর সঙ্গে যোগাযোগ করুন।